৫৭

ভোরের কাগজ

তারিখ ··· 28 FEB-1998 ···
পৃষ্ঠা ··· ৪ ··· কলাম ··· ৭ ···

একুশের বইমেলা

একুশের বইমেলার আজ শেষ দিন। আজ দিন শেষে এ বছরের মতো শেষ হবে লেখক-পাঠক-প্রকাশকদের সবচেয়ে বড়ো মিলনমেলা। আবার শুরু হবে আগামী বছরের বইমেলার জন্য অপেক্ষা ও প্রস্তুতির পালা।

সুন্দরভাবে, সুশৃঙ্খল পরিবেশে এবারের বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। একটি ব্যতিক্রমধর্মী সফল বইমেলা অনুষ্ঠানের জন্য মেলার আয়োজক বাংলা একাডেমীকে ধন্যবাদ জানাই। একুশের বইমেলায় বিগত বছরগুলোতে বইয়ের গুরুত্ব দুঃখজনকভাবে হ্রাস পেয়েছিল। নানা রকমারি পণ্যের আর বইয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন মানুষের ভিড়ে, ঠেলাঠেলিতে বই অনুরাগীদের কাছে বইমেলার আকর্ষণ হারিয়ে যাচ্ছিল। পরিবার-পরিজন নিয়ে মেলায় এসে দেখেশুনে স্বস্তিমতো বই কেনার অবকাশ তেমন মিলতো না।

কিন্তু এ বছরের বইমেলায় বইপ্রেমীদের কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ আবার ফিরে এসেছে। মেলার আয়োজকরা আগে থেকেই বই ছাড়া অন্য সকল পণ্যের বিক্রি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং সেই নির্দেশ যাতে কারো দ্বারা লংঘিত না হয় সেদিকে নজর রেখে বইমেলাকে বিশুদ্ধ অর্থে বইয়েরই মেলা হিসেবে সার্থক করতে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং সফল হয়েছেন। একুশের বইমেলাকে ঘিরে বই প্রকাশক ও বই অনুরাগীদের বহুদিনের উদ্বেগ এবারে দূর হয়েছে : বইমেলাকে উদ্ধার করা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়েছে। প্রকাশকরা খুশি, কারণ এবার বই বিক্রি হয়েছে বেশি, ক্রেতারাও আনন্দিত কারণ নারী-শিশু নির্বিশেষে সবাইকে নিয়ে মেলায় যাওয়া সম্ভব হয়েছে, দেখেশুনে পছন্দের বই কেনা গেছে।

এবারের বইমেলাকে আমরা বইমেলার ইতিহাসে একটা নতুন যাত্রাবিন্দু হিসেবে দেখতে চাই। সংস্কৃতিবান মানুষের এক মিলনোৎসব হিসেবে বইমেলাকে যাবতীয় উচ্ছৃঙ্খল উপদ্রব থেকে মুক্ত করা গেছে— এখন থেকে বইমেলার যাত্রা হবে আরো শৃঙ্খলার দিকে, সুন্দরের দিকে, আনন্দের দিকে।

একুশের বইমেলা আমাদের জাতীয় সাংস্কৃতিক জীবনে এক বিরাট উৎসব। এর গুরুত্ব ও পরিসর দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলবে। বাংলা একাডেমীর সঙ্কীর্ণ পরিসরে ভবিষ্যতের বৃহৎ বইমেলার জায়গা হবে কিনা; সুপরিসর কোনো স্থানে বইমেলার স্থানান্তর করা যায় কিনা তা ভেবে দেখা যেতে পারে। আপাতত বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে বইমেলার আয়োজনে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। যেমন, টয়লেটের সমস্যা, লেখকদের বসার জায়গার সমস্যা। এ সমস্যাগুলো ঐ স্বল্প পরিসরে যতোটা সম্ভব দূর করা প্রয়োজন।